তারিখ 27 OCT 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

সমকাল

শিক্ষার মানে পড়ছে নেতিবাচক প্রভাব

■ কামরান সিদ্দিকী

একজন পরীক্ষক দিয়ে খাতা মূল্যায়ন, ভর্তি পরীক্ষা উঠিয়ে দেওয়া, সেশনজট নিরসনে ক্র্যাশ প্রোগ্রামসহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির ফলে শিক্ষার মানে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও শিক্ষাবিদরা। ডাটাবেজ অনুসারে শিক্ষকদের পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন না করারও অভিযোগ উঠেছে। তবে সেশনজট নিরসনে সাময়িকভাবে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

অন্য সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো আগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও দ্বিতীয় পরীক্ষক শিক্ষার্থীদের খাতা পুনর্মূল্যায়ন করতেন। উভয় পরীক্ষকের মূল্যায়নে ২০ নম্বরের বেশি তফাৎ ঘটলে তৃতীয় পরীক্ষক খাতা দেখতেন। কিন্তু সময় বাঁচানোর নামে কর্তৃপক্ষ এখন শুধু একজন পরীক্ষক দিয়েই খাতা মূল্যায়ন করেন। এতে খাতা পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ পাচ্ছেন না শিক্ষার্থীরা।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচি নিয়ে অভিযোগ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিভাগীয় সভাপতি সমকালকে বলেন, খাতা পুনর্মূল্যায়নের নামে এখন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। একজন শিক্ষার্থী ৮০০ টাকা দিয়ে পুনর্মূল্যায়নের জন্য আবেদন করেন। অথচ সে ক্ষেত্রে খাতার শুধু নম্বর যোগ করে দেখা হয়। বিকল্প শিক্ষক দিয়ে পুনর্মূল্যায়ন করা হয় না।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. বদরুজ্জামান সমকালকে বলেন, দ্বিতীয় পরীক্ষক না থাকলেও এখন প্রধান পরীক্ষক একজন শিক্ষকের ১২ ভাগ খাতা পুনর্মূল্যায়ন করেন। তিনি নম্বর দিতে কোনো তারতম্য হলে ওই শিক্ষকের সব খাতা পুনর্মূল্যায়ন করতে পারেন। এ জন্য তার হাতে ১০ নম্বর রয়েছে। এ নম্বর তিনি বাড়াতে বা কমাতে পারেন।

ভর্তি পরীক্ষা নেই : গত বছর থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার পরিবর্তে এসএসসি-এইচএসসির ফলের ভিত্তিতে স্নাতকে শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছে। এ কারণে মেধাবী শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হতে হয়। সেখানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষাবিদরা। এ বিষয়ে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মোয়াজ্জম হোসেন মোল্লা সমকালকে বলেন, যেখানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভর্তি পরীক্ষার দিকে এগিয়েছে, সেখানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন সিদ্ধান্ত দুঃখজনক।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সমকালকে বলেন, শুধু মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ফল দেখে একজন শিক্ষার্থীকে প্রকৃত মূল্যায়ন করা যায় না। তাই শুধু পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফল দেখে ভর্তি করানোর সিদ্ধান্ত মোটেই যৌক্তিক নয়।

খাতা মূল্যায়নে ডাটাবেজ অনুসরণ না করা : টিচার ম্যানেজমেন্ট ইনফো সিস্টেম (টিএমআইএস) নম্বর দিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষকের ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। কোন শিক্ষক কোন বর্ষের খাতা মূল্যায়নের সুযোগ পাবেন, সেটি বছরের শুরুতে জানিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৬

শিক্ষার মানে পড়ছে

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

নম্বর দেওয়া হয়। কিন্তু ডাটাবেজ অনুসারে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস খাতা বিলি করছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসের সঙ্গে যেসব শিক্ষকের যোগাযোগ ভালো শুধু তারাই বেশিরভাগ সময় খাতা মূল্যায়নের সুযোগ পাচ্ছেন। একই শিক্ষক বারবার বিভিন্ন বর্ষের খাতা মূল্যায়ন করায় অন্যান্য শিক্ষক এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন শিক্ষার্থীরাও।

এ অভিযোগ খণ্ডন করে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বদরুজ্জামান সমকালকে বলেন, ডাটাবেজের ভিত্তিতেই পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের সুযোগ পাচ্ছেন শিক্ষকরা। প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষকরাও সুযোগ পাচ্ছেন; বরং যারা ঘুরেফিরে সব সময় খাতা মূল্যায়ন করতেন তারাই এ ধরনের অভিযোগ করছেন। এখন সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ক্র্যাশ প্রোগ্রাম নিয়ে বিতর্ক : এদিকে সেশনজট কমানোর জন্য কর্তৃপক্ষ চালু করেছে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম। এর আওতায় ২০১৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে ক্লাস শুরু থেকে পরীক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা সময় পাচ্ছেন ১০ মাস। পরীক্ষা বাদে একাডেমিক কার্যক্রমের সময় আট মাস। অধিভুক্ত কলেজগুলোতে অসংখ্য কোর্স থাকায় বছরজুড়েই বিভিন্ন পরীক্ষা চলে এখানে। কিন্তু শিক্ষক স্বল্পতা ও অবকাঠামো সংকটের কারণে পরীক্ষা চলাকালীন কলেজগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম অনিয়মিত থাকে। একাডেমিক সিলেবাস সম্পূর্ণ করার সময় কমিয়ে আনায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোর্স শেষ না করেই পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করায় শিক্ষার্থীরা ভালো প্রস্তুতির সুযোগ পাচ্ছেন না। শিক্ষকরাও কোর্স শেষ করতে হিমশিম খাচ্ছেন।

বিসিএস শিক্ষা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আইকে সেলিম উল্লাহ খন্দকার সমকালকে বলেন, পর্যাপ্ত সময় না পাওয়ায় অনেক পরীক্ষার্থী নকল করে পরীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে শিক্ষার্থীরা এক মাসও সময় পান না। তাই এটা অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য : ভর্তি পরীক্ষা উঠিয়ে দেওয়ার বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু সমকাল বলেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে ভর্তি করানো হচ্ছে। এত বড় একটি প্রক্রিয়া পার হয়ে যারা ভালো ফল করছে তাদের ওপর আস্থার সংকট থেকে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়। কিন্তু এটা কোনো সমাধান নয়। ঘাটতি থাকলে তা পূরণের দিকে নজর দিতে হবে। ডাটাবেজের ভিত্তিতে পরীক্ষার খাতা বণ্টন না করার ব্যাপারে তিনি বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখে ভবিষ্যতে ডাটাবেজের মাধ্যমে খাতা বণ্টনের ব্যবস্থা করা হবে।